বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ঃ ____ জ্যৈষ্ঠ্য ১৪২৩/____জুন ২০১৬

বিইআরসি গাইডলাইন নং-১/২০১৬ ।— বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ৫৯ এ, উক্ত আইনের ধারা ৩৪ এর সহিত পঠিতব্য, প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, কমিশন ষ্টাফ কর্তৃক পেশকৃত খসড়া, উন্মুক্ত কারিগরি সভায় অংশগ্রহনকারীদের বক্তব্য ও সুপারিশ এবং কমিশনের পর্যবেক্ষণ বিবেচনা করে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (জ্বালানী নিরাপত্তা তহবিল) গাইডলাইন, ২০১৬ নিম্নরূপ প্রণয়ন করিল, যথাঃ-

পটভূমিঃ

ক) বাংলাদেশে ভূ-গর্ভে প্রাপ্ত সকল সম্পদের মালিক জনগণ, যে অধিকার বাংলাদেশের সংবিধানে তাঁদের দেয়া হয়েছে। দেশে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ সীমিত যার মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস অন্যতম। অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই গ্যাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ক্রমবর্ধমান চাহিদা অনুসারে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে গ্যাসের রিজার্ভ হ্রাস পাচ্ছে এবং গ্যাস ফিল্ডসমূহে গ্যাস নিঃশেষ হওয়ার লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণে বিগত সময়ে ভূ-গর্ভে মৌলিক ও অপরিশোধিত গ্যাসের নিজস্ব কোন মূল্য ধরা হয় নাই। গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন, পরিশোধন, সঞ্চালন ও বিতরণে বিনিয়োগকৃত অর্থ এবং পরিচালন খরচের ভিত্তিতে গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণ করা হতো, এতে জনগণের সম্পদ নিঃশেষ করার জন্য কোন অর্থ অন্তর্ভূক্ত ছিল না। আগামীতে বড় ধরনের গ্যাস রিজার্ভ পাওয়া না গেলে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য জ্বালানি চাহিদা পূরণে বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তোলা কষ্টসাধ্য হবে।

খ) বাংলাদেশ আয়তনে ছোট, তার ওপর জনসংখ্যার প্রচন্ড চাপ রয়েছে। ভূমির স্বল্পতায় ক্ষুদ্রপরিসরে ভূ-অভ্যন্তরে সম্পদ প্রাপ্তির সীমাবদ্ধতা থাকবে। সীমিত গ্যাস সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার বন্ধ, অপ্রয়োজনীয় ব্যবহারহ্রাস এবং চুরি রোধ করে দেশের কল্যাণে এর ব্যবহারের নতুন অগ্রাধিকারক্রম নির্ধারণ করতে হবে। সেই সাথে গ্যাস বিক্রয়ের অর্থ হতে কিয়দাংশ ভবিষ্যত প্রজন্মের জ্বালানি চাহিদা পূরণে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অনুরূপ বিবেচনায় সরকারও সম্পদ হিসেবে গ্যাসের (gas as a product) মূল্য বিবেচনা করে ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণের প্রস্তাব প্রেরণের নির্দেশ প্রদান করে। সে মতে পেট্রোবাংলা'র কোম্পানীসমূহ প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার সমন্বয়ের আবেদনে তা অন্তর্ভূক্ত করে। তাই জ্বালানি নিরাপত্তা বিধানে ভোক্তা কর্তৃক ভবিষ্যত বিনিয়োগ তহবিল গঠনের প্রয়োজন আছে বলে বিইআরসি মনে করে।

গ) এমতাবস্থায়, বর্তমান ভোক্তাদের পক্ষে আগামী প্রজন্মের জ্বালানী নিরাপত্তার জন্য আপৎকালীন তহবিল হিসাবে ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধির মাধ্যমে কমিশন 'জ্বালানী নিরাপত্তা তহবিল' গঠন করে। দেশে

গ্যাস উত্তোলনে জাতীয় ও বিদেশী কোম্পানী (আইওসি) জড়িত। তাই দেশে উৎপাদিত সমুদয় গ্যাসের ওপর এর বিধান প্রযোজ্য হবে।

ঘ) এর প্রেক্ষিতে জ্বালানী নিরাপত্তা তহবিল পরিচালনার লক্ষ্যে নিম্নরূপ গাইডলাইন প্রণয়ন করা হ'লঃ-

১। **শিরোনামঃ**

(১) এই গাইডলাইন "বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (জ্বালানী নিরাপত্তা তহবিল) গাইডলাইন, ২০১৬ " নামে অভিহিত হবে;

(২) এই গাইডলাইন বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার সংক্রান্ত প্রদত্ত ২৭/০৮/২০১৫ তারিখের আদেশ এর অংশ হিসেবে পরিগণিত হবে; এবং

(৩) এই গাইডলাইন অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২। **সংজ্ঞাঃ**

বিষয় কিংবা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকলে, এ গাইডলাইনে-

(১) "জ্বালানী " অর্থ বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ;

(২) "আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানীসমূহ (IOCs)" অর্থ বাংলাদেশে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানীসমূহ;

(৩) "প্রকল্প" অর্থ কমিশনের সৃষ্ট জ্বালানী নিরাপত্তা তহবিলের অর্থ দ্বারা পরিচালিত অথবা বিনিয়োগকৃত প্রকল্পসমূহ;

(৪) "কমিশন" অর্থ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৩ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন;

(৫) "জ্বালানী নিরপত্তা তহবিল" অর্থ কমিশনের ২৭ আগষ্ট, ২০১৫ তারিখে জারীকৃত আদেশ এবং এই গাইডলাইনের অধীন গঠিত তহবিল;

(৬) "জ্বালানী নিরাপত্তা" অর্থ নির্ভরযোগ্য জ্বালানীর নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করা ;

(৭) "জাতীয় কোম্পানী" অর্থ পেট্রোবাংলার মালিকানাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান বা উৎপাদন বা সঞ্চালন বা বিতরণের জন্য কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর মাধ্যমে গঠিত এবং নিবন্ধিত কোম্পানীসমূহ;

(৮) "পেট্রোবাংলা " অর্থ Bangladesh Oil, Gas and Mineral Corporation Ordinance, 1985 (Ordinance No. XXI of 1985) এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা);

(৯) "গ্যাস ফিল্ড" অর্থ কোন নির্ধারিত ভূ-তাত্ত্বিক গঠন অথবা বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত কোন প্রাকৃতিক গ্যাসাধার অথবা প্রাকৃতিক গ্যাসাধারসমূহের সমষ্টি; এবং

(১০) “ভোক্তা” অর্থ গ্যাস বিতরণকারী অথবা সরবরাহকারী কোম্পানীর সাথে চুক্তিতে বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে গ্যাস ক্রয় করার উদ্দেশ্যে কোন চুক্তি সম্পাদনকারী প্রতিষ্ঠান অথবা কোন চুক্তি সম্পাদনকারীর ভাড়াটিয়া হিসাবে গ্যাস ব্যবহারকারী অথবা অন্য কোনভাবে প্রকৃত গ্যাস ব্যবহারকারী অন্তর্ভূক্ত হবে।

৩। **তহবিল গঠনের উদ্দেশ্যঃ**

জ্বালানী সরবরাহে নিরাপত্তা বিধানে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ গ্রহণ।

৪। **তহবিল গঠনঃ**

(১) কমিশনের ২৭ আগষ্ট, ২০১৫ তারিখে জারীকৃত আদেশের মাধ্যমে দেশে উৎপাদিত সমুদয় গ্যাসের সম্পদমূল্য ধার্য করে এই তহবিল গঠন করা হলো। প্রয়োজনে উক্ত সম্পদ মূল্যহার কমিশন আদেশের মাধ্যমে পুনর্নির্ধারন করা যাবে।

(২) জমাকৃত অর্থের বিপরীতে অর্জিত সুদ এ তহবিলে জমা হবে।

(৩) এ তহবিল ব্যবহারে প্রদেয় সারচার্জ ও অর্জিত লভ্যাংশ এ তহবিলে জমা হবে। উক্ত সারচার্জ তহবিল ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কমিটি কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত হবে।

৫। **তহবিল বিনিয়োগ পরিধিঃ**

তহবিলের বিনিয়োগ নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে প্রযোজ্য হবে ঃ

এলএনজি আমদানি; এলএনজি টারমিনাল নির্মান; এলপিজি আমদানি; এলপিজি টারমিনাল নির্মান এবং জ্বালানী নিরাপত্তা বিধানে সহায়ক প্রকল্পসমূহে বিনিয়োগ।

৬। **তহবিল ব্যবস্থাপনাঃ**

(১) কমিশনের চেয়ারম্যান, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ এবং অর্থ বিভাগের সচিব/ অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগের সদস্য/ডিভিশন চীফ, বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এবং পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান সমন্বয়ে গঠিত কমিটি বিনিয়োগের শর্তাবলীসহ ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে জ্বালানী নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে প্রকল্প চূড়ান্ত করবে। কমিশনের চেয়ারম্যান এ কমিটির সভাপতি হবেন এবং বিইআরসি’র পরিচালক (গ্যাস) এ কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন। কমিশন বছর অন্তর তহবিলের আয়-ব্যয়ের প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে এবং তা সরকার ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারের জ্ঞাতার্থে প্রেরণ করবে।

(২) পেট্রোবাংলা "জ্বালানী নিরাপত্তা তহবিল" নামে একটি পৃথক ব্যাংক হিসাব খুলবে এবং গ্যাস বিতরণ কোম্পানী কর্তৃক আদায়কৃত অর্থ পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত ব্যাংক হিসাব খাতে স্থানান্তর করবে।

(৩) এ তহবিল হতে গৃহীত অর্থে পরিচালিত প্রকল্পসমূহের ক্রয় কার্যে সরকারী নীতিমালা এবং আর্থিক বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে।

(৪) বিদ্যমান আর্থিক শৃঙ্খলা ও বিধি অনুযায়ী প্রতি বছর চাটার্ড একাউন্ট্যান্ট কর্তৃক এ তহবিলের হিসাব নিরীক্ষণ করা হবে এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অনুলিপি জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ এবং অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হবে।

(৫) এই তহবিলের অর্থদ্বারা চলমান/বাস্তবায়িত প্রকল্প কমিশন নিয়মিতভাবে একটি কমিটির মাধ্যমে পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন করবে। প্রতি বছর এতদ্সংক্রান্ত প্রতিবেদন কমিশন একটি বিশেষ গণশুনানিতে পেশ করবে এবং অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করবে।

(৬) বিস্তারিত নিয়মাবলী কমিশন প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জারী করবে।

কমিশনের আদেশক্রমে

মোঃ ফয়জুর রহমান

সচিব